01 DEC 2013

বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে শিক্ষা কার্যক্রম

সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থী হুমকির মুখে

মুশতাক আহমদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষা নেয়ার কথা ছিল গত ২১ নভেম্বর থেকে। কিন্তু ঘন ঘন হরতাল আর অবরোধসহ রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে নিয়মিত ক্লাস নেয়াও সম্ভব হয়নি। এ কারণে ওই পরীক্ষা পিছিয়ে ২১ ডিসেম্বর নেয়ার ব্যাপারে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অবশিষ্ট ক্লাসগুলো নেয়া হচ্ছে।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল ২৮ নভেম্বর। কিন্তু অবরোধ কর্মসূচির কারণে তা শেষ হতে লাগছে বাড়তি আরও ৮ দিন। অর্থাৎ আগামী ৬ ডিসেম্বর সর্বশেষ পরীক্ষা নেয়ার তারিখ পুনর্নির্ধারিত হয়েছে। এভাবে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বমোট চার কোটি শিক্ষার্থী রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বর্তমানে ২২ লাখ আর কলেজ পর্যায়ে আরও ১৫ লাখ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। সেই বিবেচনায় শিক্ষা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

শিক্ষা : বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রায় সাড়ে ৪ কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে পড়েছে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে শিক্ষা কার্যক্রম।

দেশের সর্বোচ্চ প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুয়েটে বর্তমানে প্রথমবর্ষ অনার্সে ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম চলছে। কিন্তু অবরোধ কর্মসূচির কারণে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য তা স্থগিত ঘোষণা করেছে। তারা পরিবর্তিত কোনো তারিখও জানাতে পারেনি। একইভাবে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ ও ৪ ডিসেম্বর নির্ধারিত ভর্তি পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

শুধু প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট আর মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউটোরিয়াল, ইনকোর্স, সেমিস্টার ও বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা একের পর এক স্থগিত হয়ে যাচ্ছে, প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষাগুলোও একই ভাগ্যবরণ করছে। এভাবে বার বার পরীক্ষা পেছানোর কারণে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে পরীক্ষা সিডিউল। বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে শ্রেণী শিক্ষা কার্যক্রমও। এর ফলে একদিকে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নতুন বছরে যথাসময়ে ক্লাস শুরুর সম্ভাবনা তিরোহিত হচ্ছে, আর একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জীবনে নেমে আসছে দুর্বিষহ সেশনজটের ঘানি। সিডিউল পরিবর্তন না হলে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া শেষ না করেই এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে সব ধরনের পরীক্ষা শেষ করার ব্যাপারে নির্দেশনা ছিল নির্বাচন কমিশনের (ইসি)। এ নিয়ে তারা শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক শ্যামলকান্তি ঘোষ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন জানান, ইসির নির্দেশনা অনুযায়ী তারা পরীক্ষা কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন স্কুল-মাদ্রাসাগুলোকে। সে অনুযায়ী সারা দেশের প্রতিষ্ঠান প্রস্তুতিও নিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে সেই প্রস্তুতিও থমকে দাঁড়ায়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নভেম্বর-ডিসেম্বরে চারটি বড় পাবলিক পরীক্ষা যথাক্রমে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি), প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা হয়েছে। এই চারটি পরীক্ষায় প্রায় ৫০ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। ইতিমধ্যে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা যদিও শেষ হয়েছে, কিন্তু তা বার বার অবরোধ-হরতালের কবলে পড়ে। প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী সমাপনীর পরীক্ষায় সিডিউল তিন দফায় পরিবর্তন করতে হয়েছে।

একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নভেম্বরের মাঝামাঝি মাধ্যমিক স্তরের বার্ষিক পরীক্ষা এবং ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে প্রাথমিক স্তরের বার্ষিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পেয়ে অনেকেই পরীক্ষা এগিয়ে আনেন। কিন্তু এটাও পড়ে প্রতিবন্ধকতার মুখে। কবে নাগাদ এসব পরীক্ষা শেষ করা যাবে তা কেউই বলতে পারছেন না। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ক্লাস কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ায় পিছিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষা। আবার যেসব বিভাগ ক্লাস শেষ করে পরীক্ষা নিচ্ছিল বা নেয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিল, তারাও পিছিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বেগম বলেন, সমাপনী পরীক্ষার কেন্দ্র হওয়ায় তারা বার্ষিক পরীক্ষা ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে পরীক্ষা বার বার বিঘ্নিত হচ্ছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে তাদের টেস্ট পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা আর কেন্দ্রীয়ভাবে সমাপনী পরীক্ষা আটকে গেল। এ অবস্থায় তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেদিন অবরোধ থাকবে না, সেদিন পরীক্ষা নেবেন।

নামপ্রকাশ না করে রাজধানীর আরেকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, যদি ধারাবাহিক অবরোধ কর্মসূচি আসে তাহলে শুক্রবারও তো পরীক্ষা নেয়া যাবে না। ওই শিক্ষক বলেন, তবে সপ্তাহে দু'দিন সময় পেলেও তারা পরীক্ষা নিয়ে ডিসেম্বরের মধ্যেই ফলপ্রকাশ করে নতুন বছরে যথাসময়ে ক্লাস শুরু করতে পারবেন।

ডিপিই মহাপরিচালক শ্যামলকান্তি ঘোষ বলেন, সমাপনী পরীক্ষা শেষ পর্যায়ে। আগামী শুক্রবার হয়তো শেষ হবে। কিন্তু বিপত্তি হয়ে গেছে এর ফল প্রকাশ আর বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে। বেশির ভাগ স্কুলই হয়তো ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষা শেষ করতে পারবে না।

মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন জানান, জেএসসি শেষ হলেও টেনশন এখন বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে। বড় বড় স্কুলও ২-১টি পরীক্ষা শুরু করলেও বেশির ভাগ স্কুলই পরীক্ষা শুরু করতে পারেনি। এ অবস্থায় ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষা শেষ হচ্ছে না। কিন্তু এর চেয়ে বড় কথা, যারা পরীক্ষা শুরু করতে পারেনি, তারা কবে নাগাদ তা পারবে— সেটা নিশ্চিত না। এ অবস্থায় রাজধানীর বড় বড় স্কুলগুলোকে নিয়ে দু'একদিনের মধ্যে তারা পরামর্শ সভায় মিলিত হচ্ছেন বলে জানান তিনি।